টেকনিক পার্ট : গদ্যাংশ

প্রবন্ধ/ গল্প	লেখকের নাম	ভাষারীতি
বাঙ্গালার নব্য লেখকদিগের প্রতি নিবেদন	বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	সাধুরীতি
অপরিচিতা	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	সাধুরীতি
বিলাসী	শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	সাধুরীতি
গৃহ	রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন	সাধুরীতি
আহবান	বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়	চলিতরীতি
আমার পথ	কাজী নজরুল ইসলাম	চলিতরীতি
মানব-কল্যাণ	আবুল ফজল	চলিতরীতি
মাসি-পিসি	মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়	চলিতরীতি
বায়ান্নর দিনগুলো	শেখ মুজিবুর রহমান	চলিতরীতি
রেইনকোট	আখতারুজ্জামান ইলিয়াস	চলিতরীতি
নেকলেস	মূল লেখক: গী দ্য মোপাসাঁ অনুবাদক : পূর্ণেন্দু দস্তিদার	চলিতরীতি

গদ্য রচনার ভাষারীতি

➲ **সাধু রীতির গদ্য ৪টি**

অপরিচিতা	বিলাসী	গৃহ	বাঙ্গালার নব্য লেখকদিগের প্রতি নিবেদন
মনে রাখার উপায় : অপরিচিত সাধু বাঙ্গালি বিলাসীর গৃহে প্রবেশ করল।			

➲ **চলিত রীতির গদ্য ৮টি**

আমার পথ	মানব-কল্যাণ	মাসি-পিসি	বায়ান্নর দিনগুলো
রেইনকোট	আহ্বান	নেকলেস	মহাজাগতিক কিউরেটর
সাধুরীতির ৪টি মনে রাখলেই হবে। বাকিগুলো চলিত রীতির।			

গদ্য সম্পর্কিত প্রাথমিক ধারণা

বাঙ্গালার নব্য লেখকদিগের প্রতি নিবেদন

প্রথম লাইন : যশের জন্য লিখিবেন না।

শেষ লাইন : এই নিয়মগুলি বাঙ্গালার লেখকদিগের দ্বারা রক্ষিত হইলে, বাঙ্গালা সাহিত্যের উন্নতি বেগে হইতে থাকিবে।

উৎস : বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'বাঙ্গালার নব্য লেখকদিগের প্রতি নিবেদন 'প্রবন্ধটি ১৮৮৫ সালে 'প্রচার' প্রত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয়।পরবর্তীতে প্রবন্ধটি তাঁর 'বিবিধ প্রবন্ধ' নামক গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়।

অপরিচিতা

প্রথম লাইন : আজ আমার বয়স সাতাশ মাত্র

শেষ লাইন : ওগো অপরিচিতা, তোমার পরিচয়ের শেষ হইল না, শেষ হইবে না; কিন্তু ভাগ্য আমার ভালো, এই তো আমি জায়গা পাইয়াছি।

উৎস : 'অপরিচিতা' প্রথম প্রকাশিত হয় প্রমথ চৌধুরী সম্পাদিত মাসিক 'সবুজপত্র'পত্রিকার ১৩২১বঙ্গব্দের (১৯১৪) কার্তিক সংখ্যায়। এটি প্রথম গ্রন্থভুক্ত হয় রবীন্দ্রগল্পের সংকলন 'গল্পসপ্তক'-এ এবং পরে 'গল্পগুচ্ছ' তৃতীয় খন্ডে (১৯২৭)।

বিলাসী

প্রথম লাইন : পাকা দুই ক্রোশ পথ হাটিয়া স্কুলে বিদ্যা অর্জন করিতে যাই।

শেষ লাইন : কিন্তু একেবারে তেলাপোকাটির মত বাঁচাইয়া রাখার চেয়ে এক আধবার কোল হইতে নামাইয়া আরও পাঁচজন মানুষের মত দু এক পা হাঁটিতে দিলেই প্রায়শ্চিত্ত করার মত পাপ হয় না।

উৎস : শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বিলাসী গল্পটি 'ছবি' (১৯২০) গল্পগ্রন্থ থেকে সংকলিত। গল্পটি 'ভারতী' পত্রিকায় ১৩২৫ বঙ্গাব্দের (১৯১৮ খ্রিঃ) বৈশাখী সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

গৃহ

প্রথম লাইন : গৃহ বলিতে একটা আরাম বিরামের শান্তি নিকেতন বোঝায়-
শেষ লাইন : সকলেরই গৃহ আছে নাই কেবল আমাদের।
উৎস : 'গৃহ' প্রবন্ধটি রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন রচিত 'মতিচূর' প্রবন্ধগ্রন্থের প্রথম খণ্ডথেকে চয়ন করা হয়েছে।

আহ্বান

প্রথম লাইন : দেশের ঘরবাড়ি নেই অনেকদিন থেকেই।
শেষ লাইন : সঙ্গে সঙ্গে মনে হলো, ও বেঁচে থাকলে বলে উঠত-অ মোর গোপাল।
উৎস : 'আহ্বান' গল্পটি বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনাবলি থেকে সংকলিত হয়েছ।

আমার পথ

প্রথম লাইন : আমার কর্ণধার আমি।
শেষ লাইন : দেশের পক্ষে যা মঙ্গলকর বা সত্য, শুধু তাই লক্ষ্য করে এই আগুনের ঝান্ডা দুলিয়ে পথে বের হলাম।
উৎস : প্রবন্ধটি কাজী নজরুল ইসলামের প্রবন্ধগ্রন্থ 'রুদ্র-মঙ্গল' থেকে সংকলিত হয়েছে।

মানব কল্যাণ

প্রথম লাইন : মানব কল্যাণ এ শিরোনাম আমার দেওয়া নয়।
শেষ লাইন : তা করা হলেই মানব কল্যাণ হয়ে উঠবে মানব মর্যাদার সহায়ক
উৎস : আবুল ফজল ১৯৭২ সালে 'মানব- কল্যাণ' প্রবন্ধটি রচনা করেন। প্রবন্ধটি প্রথমে 'মানবতন্ত্র' গ্রন্থে সংকলিত হয়।

মাসি-পিসি

প্রথম লাইন : শেষবেলায় খালে এখন পুরো ভাটা।
শেষ লাইন : যুদ্ধের আয়োজন করে তৈরি হয়ে থাকে মাসি- পিসি
উৎস : 'মাসি-পিসি' গল্পটি প্রথম প্রকাশিত হয় কলকাতার 'পূর্বাশা' পত্রিকায় ১৩৫২ বঙ্গাব্দের চৈত্র সংখ্যায় (মার্চ-এপ্রিল ১৯৪৬) পরে এটি সংকলিত হয় 'পরিস্থিতি' (অক্টোবর ১৯৪৬) নামক গল্পগ্রন্থে। বর্তমান পাঠ গ্রহন করা হয়েছে 'ঐতিহ্য' প্রকাশিত মানিক রচনাবলি পঞ্চম খণ্ড থেকে।

বায়ান্নর দিনগুলো

প্রথম লাইন : এদিকে জেলের ভিতর আমরা দুইজন প্রস্তুত হচ্ছিলাম অনশন ধর্মঘট করার জন্য।
শেষ লাইন : শাসকরা যখন শোষক হয় অথবা শোষকদের সাহায্য করতে আরাম্ভ করে তখন দেশের ও জনগণের মঙ্গল হওয়ার চেয়ে অমঙ্গল বেশি হয়।
উৎস : জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের 'বায়ান্নর দিনগুলো' তাঁর অসমাপ্ত আত্মজীবনী' (২০১২) গ্রন্থ থেকে সংকলিত হয়েছে।

রেইনকোট

প্রথম লাইন : ভোররাত থেকেই বৃষ্টি। আহা! বৃষ্টি ঝমঝম বোল।
শেষ লাইন : তাদের সঙ্গে তার আঁতাতের অভিযোগ ও তাদের সঙ্গে তার আঁতাত রাখার উত্তেজনায় নুরুল হুদার ঝুলন্ত শরীর এতটাই কাঁপে যে চাবুকের বাড়ির দিকে তার আর মনোযোগ দেওয়া হয়ে উঠে না।
উৎস : 'রেইনকোট' গল্পটি প্রকাশিত হয় ১৯৯৫ সালে।পরে এটি লেখকের সর্বশেষ গল্পগ্রন্থ 'জাল স্বপ্ন, স্বপ্নের জাল' (১৯৯৭) গ্রন্থে সংকলিত হয়। এ গল্পের পাঠ গ্রহন করা হয়েছে আখতারুজ্জামান ইলিয়াস রচনাসমগ্র ১ থেকে।

মহাজাগতিক কিউরেটর

প্রথম লাইন : সৌরজগতের তৃতীয় গ্রহটি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে তারা বেশ সন্তুষ্ট হলো।
শেষ লাইন : দুজন মহাজাগতিক কিউরেটর সৌরজগতের তৃতীয় গ্রহটি থেকে কয়েকটি পিঁপড়া তুলে নিয়ে গ্যালাক্সির অন্য গ্রহ-নক্ষত্র রওনা দেয়। দীর্ঘদিন থেকে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ঘুরে ঘুরে তার গুরুত্বপূর্ণ প্রাণী সংগ্রহ করছে।
উৎস : 'জলজ' গ্রন্থের অন্তর্গত 'মহাজাগতিক কিউরেটর' গল্পটি মুহাম্মদ জাফর ইকবালের 'সায়েন্স ফিকশন সমগ্র' তৃতীয় খণ্ড (২০০২) থেকে গৃহীত হয়েছে। 'মহাজাগতিক কিউরেটর' বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনি হলেও এতে দেশকালের প্রভাবপুষ্ট মানবকল্যাণকর্মী লেখকের জীবনদৃষ্টির প্রতিফলন ঘটেছে।

নেকলেস

প্রথম লাইন : সে ছিল চমৎকার এক সুন্দরী তরুনী ।
শেষ লাইন : তার দাম পাঁচশত ফ্রাঁর বেশি হবে না ।
উৎস : বিশ্ববিখ্যাত গল্পকার গী দ্য মোপাসাঁর শ্রেষ্ট গল্পগুলোর মধ্যে 'নেকলেস' অন্যতম। ফরাসি ভাষায় গল্পটি `La parue' ১৮৮৪ সালের ১৭ ফেব্রুয়ারি ফরাসি পত্রিকায় 'La Gaulois'- এ গল্পটি প্রকাশিত হয় এবং সে বছরই ইংরেজিতে অনুদিত হয়। একই সালে প্রকাশিত 'নেকলেস' শীর্ষক গল্পগ্রন্থের মধ্যে গল্পটি স্থান পায় ।অপ্রত্যাশিত কিন্তু অত্যন্ত আকর্ষণীয় সমাপ্তির জন্য গল্পটি বিপুল জনপ্রিয়তা লাভ করে।

গদ্যের খুঁটিনাটি তথ্যাবলি

পুনর্বিন্যাসকৃত পাঠসূচি

❖ অপরিচিতা

উপকরণ = তামাক, গুড়গুড়ি, হুঁকা।
দেব-দেবী = গণেশ, অন্নপূর্ণা, গজানন, সরস্বতী, লক্ষ্মী।
স্থান = কলিকাতা, কানপুর, কোন্নগর, হাবড়া।
ফুল = শিমুল, বকুল, পদ্ম, রজনীগন্ধা।
কেন্দ্রীয় চরিত্র = কল্যাণী ও অনুপম।
প্রাণি = ভ্রমর, প্রজাপতি, হস্তী, সাপ, রাজহাঁস।
ঋতু = বসন্ত। ফল = মাকাল।
নদী = ফল্গু। রং = কালো, লাল, সবুজ।

❖ আমার পথ

ব্যক্তি = মহাত্মা গান্ধী।

❖ বিলাসী

উপকরণ = রূপা, সোনা, বই, পাখা, ফুলদানি, কাঁটা, লাঠিসোটা, কাঁসার গেলাস, রুদ্রাক্ষ, পুঁতির মালা, লোহার শিক, মাদুলি।
মাদক দ্রব্য = গাঁজা।
দেব-দেবী = সরস্বতী, নারায়ণ, বীণাপাণি, মনসা।
স্থান = কামস্কাটকা, সাইবেরিয়া, পারশিয়া, মালোপাড়া, হরিপুর, কাশী।
প্রাণি = শিয়াল, কুকুর, মশা, শুয়ার, সাপ (গোখরা, খরিশ), ইঁদুর, হস্তী, তেলাপোকা।
ঋতু = বর্ষা, গ্রীষ্ম।
ফল = আম, বঁইচি, কাঁঠাল, রম্ভা (কলা), আনারস, খেজুর।
কেন্দ্রীয় চরিত্র = মৃত্যুঞ্জয়, বিলাসী।
অন্যান্য চরিত্র = জ্ঞাতি খুড়া, বুড়ো মালো, ন্যাড়া, মুখোপাধ্যায় মহাশয়, বিধবা পুত্রবধূ, ছোট বাবু, গোয়ালা, ভূদেববাবু।
রোগের নাম = ম্যালেরিয়া।
ব্যক্তি = এডেন, হুমায়ুন, তোগলক খাঁ।
ক্লাস = প্রথম, সেকেন্ড, থার্ড, ফোর্থ, এন্ট্রান্স।
খাবার = ভাত, লুচি, রুটি, সন্দেশ, মাংস।
জাতি = ইংরেজ, কায়স্থ, ব্রাহ্মণ।
বার = শনিবার, মঙ্গলবার।

❖ মানব-কল্যাণ

ব্যক্তি = নবি, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, লালন, রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, বঙ্কিমচন্দ্র।
উপকরণ = কুড়াল।
সেবাধর্মী সংস্থা = রেডক্রস।
ইংরেজি বাক্য = "Relationship is the fundamental truth of the world of appearance." – রবীন্দ্রনাথ।

❖ মাসি-পিসি

চরিত্র = মাসি, পিসি, আহ্লাদি, জগু, কৈলাশ, রহমান, কানাই, দারোগা।
প্রাণি = ছাগল, গরু, বাঘ। পাখি = শকুন।
রং= সাদা, লাল। ফল = কাঁঠাল।
মাসি-পিসি = ৩৫ বার। মাসি = ৭৪ বার।
পিসি = ৬৭ বার।

AR COMRADE Academic and Admission Care

❖ বায়ান্নর দিনগুলো

যানবাহন = জাহাজ, ঘোড়ার গাড়ি, ট্যাক্সি, ট্রেন, বড় নৌকা।

রোগ = প্লুরিসিস, প্যালপিটিশন।

মাস = ফেব্রুয়ারি।

পার্ক = ভিক্টোরিয়া পার্ক (বর্তমান নাম– বাহাদুর শাহ পার্ক)।

দেশ = বাংলাদেশ, পাকিস্তান।

স্থান = নারায়ণগঞ্জ, ফরিদপুর, খুলনা, বরিশাল, গোপালগঞ্জ, গোয়ালন্দ, ঢাকা।

❖ রেইনকোট

যান = নৌকা, রিকশা, জিপ, বাস।

মাস = এপ্রিল, জুন, জুলাই।

ঋতু = বর্ষাকাল, হেমন্তকাল, শীতকাল।

দিক = পূর্ব, উত্তর। দেশ = পাকিস্তান, রাশিয়া।

জেলা = রংপুর, দিনাজপুর। রঙ = লাল, কালো, বেগুনি।

বার = শনি, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র।

বহির্ভূত পাঠসূচি

❖ বাঙ্গলার নব্য লেখকদিকের প্রতি নিবেদন

দেশ = ইউরোপ।

ভাষা = ইংরেজি, সংস্কৃত, ফরাসি, জার্মান, বাঙ্গালা।

❖ গৃহ

উপকরণ = কোঁদল, কলম।

স্থান = জামালপুর, মালদহ, রাজবাড়ি।

চরিত্রসমূহ = শরাফত, হসিনা, জমিলা, কলিমের স্ত্রী, খদিজা, হাশেম।

মাস = চৈত্র। ফল = কুল (বরই)।

প্রবাদ = "ঘর কি জ্বলি বনমে গেয়ী-বনমে লালি আগ
বন বেচারা কিয়া করে, -করমঁমে লাগি আগ!"

❖ আহ্বান

প্রাণি = গরু। স্থান = কলিকাতা।

মাস = জ্যৈষ্ঠ, আশ্বিন। ঋতু = শরৎ।

ফল = লেবু, আম, কুমড়ো, কাঁচ কলা, খেজুর, কাঁঠাল।

❖ মহাজাগতিক কিউরেটর

রঙ = নীল।

প্রাণি = ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া, হাতি, নীল তিমি, সাপ, পাখি, বাঘ, কুকুর, মানুষ, হরিণ, পিঁপড়া।

❖ নেকলেস

ঋতু = গ্রীষ্ম। মাস = জানুয়ারি, ফেব্রুয়ারি।

ফুল = গোলাপ। বার = রবিবার।

রং = গোলাপী, লাল। নদী = সিন।

A.R COMRADE Academic and Admission Care

টেকনিক পার্ট : পদ্যাংশ

কবিতা	কবি	ছন্দ
বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ	মাইকেল মধুসূদন দত্ত	অক্ষরবৃত্ত
সোনার তরী	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	মাত্রবৃত্ত
বিদ্রোহী	কাজী নজরুল ইসলাম	মাত্রবৃত্ত
প্রতিদান	জসীমউদ্‌দীন	মাত্রবৃত্ত
সুচেতনা	জীবনানন্দ দাস	মাত্রবৃত্ত
তাহারেই পড়ে মনে	সুফিয়া কামাল	অক্ষরবৃত্ত
পদ্মা	ফররুখ আহমেদ	চতুর্দশপদী
আঠারো বছর বয়স	সুকান্ত ভট্টাচার্য	মাত্রাবৃত্ত
ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯	শামসুর রাহমান	গদ্যছন্দ
আমি কিংবদন্তির কথা বলছি	আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ	গদ্যছন্দ
নূরলদীনের কথা মনে পড়ে যায়	সৈয়দ শামসুল হক	গদ্যছন্দ
ছবি	আবু হেনা মোস্তফা কামাল	গদ্যছন্দ

মাত্রাবৃত্ত ছন্দ মনে রাখার কৌশল : আঠারো বছর বয়সে বিদ্রোহী নজরুল সোনার তরীতে অতিমাত্রায় প্রতিদান দিয়েছে।

ব্যাখ্যা : আঠারো বছর বয়সে (আঠারো বছর বয়স); বিদ্রোহী নজরুল (বিদ্রোহী); সোনার তরীতে (সোনার তরী); অতিমাত্রায় (মাত্রাবৃত্ত ছন্দ); প্রতিদান (প্রতিদান)।

গদ্য ছন্দ মনে রাখার কৌশল : ফেব্রুয়ারিতে কিংবদন্তী নূরল গদ্যের ছবি দেখে।

ব্যাখ্যা : ফেব্রুয়ারিতে (ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯); কিংবদন্তী (আমি কিংবদন্তীর কথা বলছি); নূরল (নূরলদীনের কথা মনে পড়ে যায়); গদ্যের (গদ্য ছন্দ); ছবি (ছবি) দেখে।

অক্ষরবৃত্ত ছন্দ মনে রাখার কৌশল : পদ্মার রূপ দেখে বিভীষণের সুচেতনা মন অক্ষরে অক্ষরে তাহারেই মনে করছে।

ব্যাখ্যা : পদ্মার (পদ্মা); রূপ দেখে বিভীষণের (বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ), সুচেতনা (সুচেতনা); মন অক্ষরে-অক্ষরে (অক্ষরবৃত্ত); তাহারেই মনে (তাহারেই পড়ে মনে) করছে।

পদ্য সম্পর্কিত প্রাথমিক ধারনা

বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ

প্রথম লাইন : "এতক্ষণে" অরিন্দম কহিল বিষাদে।

শেষ লাইন : গতি যার নীচ সহ নীচ সে দুর্মতি।

উৎস : 'বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ' কাব্যাংশটুকু মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'মেঘনাদবধ-কাব্য'-র 'বধো (বধ) নামক ষষ্ঠসর্গ থেকে সংকলিত হয়েছে।

ছন্দ : 'বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ কাব্যাংশটি ১৪ মাত্রার অমিল প্রবহমান যতিস্বাধীন অক্ষরবৃত্ত ছন্দে রচিত।

সোনার তরী

প্রথম লাইন : গগনে গরজে মেঘ, ঘন বরষা।

শেষ লাইন : যাহা ছিল নিয়ে গেল সোনার তরী।

উৎস : 'সোনার তরী' রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'সোনার তরী' কাব্যগ্রন্থের নাম কবিতা। পূর্ববঙ্গের শিলাইদহে পদ্মাবক্ষে বোটে বসে ১২৯৮ বঙ্গাব্দের ফাগুন মাসে কবিতাটি রচিত।

ছন্দ : 'সোনার তরী' কবিতাটি ৮ মাত্রার মাত্রাবৃত্ত ছন্দে রচিত। পূর্ণ পর্ব ৮ মাত্রার, অপূর্ণ পর্ব ৫ মাত্রার। আপাতভাবে কবিতাটি অক্ষর বৃত্ত রচিত বলে মনে করা হয়। কিন্তু সর্বশেষ স্তবকের 'শূন্য' শব্দটি বুঝিয়ে দেয় কবিতাটি মাত্রাবৃত্ত ছন্দের।

বিদ্রোহী

প্রথম লাইন : বল বীর - বল উন্নত মম শির!
শেষ লাইন : বিশ্ব ছাড়ায়ে উঠিয়াছি একা চির - উন্নত শির!
উৎস : 'বিদ্রোহী কবিতাটি কবির প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'অগ্নিবীণা' (১৯২২) থেকে সংকলিত হয়েছে। 'অগ্নিবীণা' কাব্যগ্রন্থের দ্বিতীয় কবিতা 'বিদ্রোহী'।
ছন্দ : 'বিদ্রোহী কবিতাটি সমিল মুক্তক মাত্রাবৃত্ত ছন্দে রচিত। পূর্ণ পর্ব ৬ মাত্রার অতি পর্ব ২ মাত্রার। এর পঙ্‌ক্তি শেষে কিছু ক্ষেত্রে ৩ মাত্রা এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অসম মাত্রার অপূর্ণ পর্ব রয়েছে।

প্রতিদান

প্রথম লাইন : আমার এ ঘর ভাঙিয়াছে যেবা আমি বাঁধি তার ঘর।
শেষ লাইন : আপন করিতে কাঁদিয়া বেড়াই যে মোরে করেছে পর।
উৎস : 'প্রতিদান' কবিতাটি কবি জসীমউদ্‌দীনের 'বালুচর ' কাব্যগ্রন্থ থেকে সংকলিত।
ছন্দ : কবিতাটি 'মাত্রাবৃত্ত' ছন্দে রচিত।

সুচেতনা

প্রথম লাইন : সুচেতনা, তুমি এক দূরতর দ্বীপ।
শেষ লাইন : শাশ্বত রাত্রির বুকে সকলি অনন্ত সূর্যোদয়।
উৎস : 'সুচেতনা' কবিতাটি জীবনানন্দ দাশের 'বনলতা সেন' কাব্যগ্রন্থ থেকে সংকলিত।
ছন্দ : কবিতাটি ৮+৬ মাত্রার পূর্ণ পর্বে মাত্রাবৃত্ত ছন্দে রচিত। অপূর্ণ পর্ব ৪ মাত্রার।

তাহারেই পড়ে মনে

প্রথম লাইন : "হে কবি, নীরব কেন ফাগুন যে এসেছে ধরায়।
শেষ লাইন : রিক্ত হস্তে! তাহারেই পড়ে মনে, ভুলিতে পারি না কোনো মতে।
উৎস : 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতাটি ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দে 'মাসিক মোহাম্মদী' পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয়। এ কবিতায় প্রকৃতি ও মানবমনের সম্পর্কের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক তাৎপর্যময় অভিব্যক্তি পেয়েছে।
ছন্দ : কবিতাটি অক্ষরবৃত্ত ছন্দে রচিত। প্রথম পর্ব আট মাত্রার, দ্বিতীয় পর্ব দশ মাত্রার ।

পদ্মা

প্রথম লাইন : অনেক ঘূর্ণিতে ঘুরে, পেয়ে ঢের সমুদ্রের স্বাদ।
শেষ লাইন : তোমার সুতীব্র গতি; তোমার প্রদীপ্ত স্রোতধারা।
উৎস : ফররুখ আহমদ 'পদ্মা' কবিতাটির 'কাফেলা' (১৯৮০) নামক কাব্যগ্রন্থ থেকে সংকলিত হয়েছে। 'কাফেলা' কাব্য সাতটি সনেটের সমন্বয়ে রচিত। সংকলনভুক্ত কবিতাটি পাঁচ সংখ্যক সনেট।
ছন্দ : 'পদ্মা' চতুর্দশপদী (sonnet) কবিতা

আঠারো বছর বয়স

প্রথম লাইন : আঠারো বছর বয়স কী দুঃসহ
শেষ লাইন : এ দেশের বুকে আঠারো আসুক নেমে।
উৎস : সুকান্ত ভট্টাচার্যের 'আঠারো বছর বয়স' কবিতাটি ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত তার 'ছাড়পত্র' কাব্যগ্রন্থ থেকে সংকলিত হয়েছে।
ছন্দ : 'আঠারো বছর বয়স ' কবিতাটি মাত্রাবৃত্ত ছন্দে রচিত।

ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯

প্রথম লাইন : আবার ফুটেছে দ্যাখো কৃষ্ণচূড়া থরে থরে শহরের পথে
শেষ লাইন : শিহরিত ক্ষণে ক্ষণে আনন্দের রৌদ্রে আর দুঃখের ছায়ায়।
উৎস : 'ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯' শীর্ষক কবিতাটি কবি শামসুর রাহমানের 'নিজ বাসভূমে' কাব্য গ্রন্থে থেকে চয়ন করা হয়েছে। 'ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯' কবিতাটি সংগ্রামী কবিতা, দেশপ্রেমের কবিতা, গণজাগরণের কবিতা।
ছন্দ : কবিতাটি গদ্যছন্দে ও প্রবহমানতা বিদ্যামান।

আমি কিংবদন্তির কথা বলছি

প্রথম লাইন : আমি আমার পূর্বপুরুষের কথা বলছি।
শেষ লাইন : আমরা কি তার মতো স্বাধীনতার কথা বলতে পারবো।
উৎস : কবিতাটি আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ 'আমি কিংবদন্তির কথা বলছি'-র নাম কবিতা।
ছন্দ : কবিতাটি গদ্যছন্দে রচিত।প্রচলিত ছন্দের বাইরে গিয়ে এটি প্রাকৃতিক তথা স্বাভাবিক ছন্দ।

COMRADE
Academic and Admission Care

নূরলদীনের কথা মনে পড়ে যায়

প্রথম লাইন : নিলক্ষা আকাশ নীল, হাজার হাজার তারা ঐ নীলে অগনিত আর

শেষ লাইন : দিবে ডাক, "জাগো, বাহে, কোনঠে সবায়"

উৎস : 'নূরলদীনের কথা মনে পড়ে যায়' কবিতাটি সৈয়দ শামসুল হকের বিখ্যাত কাব্য নাটক 'নূরলদীরেন সারাজীবন' শীর্ষক কাব্যনাটক থেকে সংকলিত হয়েছে। এটি এ নাটকের প্রস্তাবনা অংশ

ছন্দ : কবিতাটি গদ্যছন্দে রচিত।

ছবি

প্রথম লাইন : আপনাদের সবার জন্যে এই উদার আমন্ত্রণ

শেষ লাইন : এই ছবির মতো দেশের- থিম

উৎস : 'ছবি' কবিতাটি আবু হেনা মোস্তফা কামালের প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'আপন যৌবন বৈরী' থেকে সংকলিত হয়েছে।

ছন্দ : কবিতাটি গদ্যছন্দে রচিত। গদ্যছন্দের কোন সুনির্দিষ্ট পর্ব ও মাত্রাসাম্য থাকে না।

পদ্যের খুঁটিনাটি তথ্যাবলি

পুনর্বিন্যাসকৃত পাঠসূচি

❖ **সোনার তরী**

উপকরণ = তরী (নৌকা), ভারা (ধান রাখার পাত্র), সোনার ধান।

ঋতু = বরষা (বর্ষা)।

মাস = শ্রাবণ।

❖ **বিদ্রোহী**

উপকরণ = শিঙ্গা, হল (লাঙ্গল)।

অস্ত্র = খড়্গ, কৃপাণ, টর্পেডো, ডমরু ত্রিশূল।

দেব-দেবী = নটরাজ, ধূর্জাটি, বাঁশের বাঁশরী, পিণাক-পাণি, ধর্মরাজ, অর্ফিয়াস, পরশুরাম।

স্থান = মহাকাশ, পৃথিবী, পৃথ্বী, রণভূমে।

ঋতু = বর্ষা।

পর্বত = মলয়।

জাতি = বেদুঈন।

❖ **প্রতিদান**

উপকরণ = কাঁটা।

❖ **তাহারেই পড়ে মনে**

ঋতু = বসন্ত।

মাস = মাঘ, ফাল্গুন।

ফল = আম, বাতাবি লেবু।

❖ **ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯**

ফুল = কৃষ্ণচূড়া।

রঙ = হরিৎ (সবুজ)

ভাষা শহিদ = সালাম, বরকত।

❖ **আমি কিংবদন্তির কথা বলছি**

ফুল = রক্তজবা।

নক্ষত্র = সূর্য।

বহির্ভূত পাঠসূচি

❖ **বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ**

ফুল = পঙ্কজ। উপগ্রহ = চাঁদ।

পশু = ৪টি (রাজহংস, মৃগেন্দ্র, শৃগাল, ফণী)।

❖ **নূরলদীনের কথা মনে পড়ে যায়**

নদী = ব্রহ্মপুত্র।

পাখি = শকুন।

রং = নীল, ধবল।

❖ **পদ্মা**

ঋতু = বর্ষা।

❖ **ছবি**

শিল্পির নাম = ভ্যান গগ্।

স্থানের নাম = ক্যালিফোর্নিয়া।

মুদ্রার নাম = ডলার, মার্ক, স্টার্লিং।

জনগোষ্ঠী = আর্যবংশ।

রং = সোনালি।

COMRADE Academic and Admission Care

পদ্যের গুরুত্বপূর্ণ তথ্যসমূহ

পুনর্বিন্যাসকৃত পাঠসূচি

❖ সোনার তরী

সোনার তরী	: একবার ব্যবহৃত হয়েছে।
সোনারধান	: দুই বার ব্যবহৃত হয়েছে।
সোনার	: তিন বার ব্যবহৃত হয়েছে।
তরী	: চার বার ব্যবহৃত হয়েছে।
ঠাঁই নাই ঠাঁই নাই	: এক বার ব্যবহৃত হয়েছে।
ঠাঁই নাই	: দুই বার ব্যবহৃত হয়েছে।

❖ বিদ্রোহী

বল বীর	: ২ বার।
আমি	: ৫৬ বার।
মম	: ৪ বার।
শির	: ৫ বার।
বিদ্রোহী	: ৬ বার।
উন্নত	: ৩ বার।
চির-উন্নত	: ২ বার।

❖ প্রতিদান

আমার এ ঘর ভাঙিয়াছে যেবা আমি বাঁধি তার ঘর = ২ বার।
আপন করিতে কাঁদিয়া বেড়াই যে মোরে করেছে পর = ৩ বার।

❖ তাহারেই পড়ে মনে

মোট লাইন = ৩০টি
স্তবক = ৫টি
প্রতি স্তবকে লাইন = ৬টি
ঋতু = ১টি বসন্ত
ফল = ২টি (বাতাবি নেবু, আম)
ফুল = মাধবী

তাহারেই পড়ে মনে = ১ বার	কহিল = ৫ বার
বসন্ত = ৪ বার	কবি = ৫ বার
তরী = ১ বার	ফাগুনে = ১ বার
ওগো কবি = ২ বার	হে কবি = ১ বার।

❖ আঠারো বছর বয়স

৬ মাত্রার মাত্রাবৃত্ত ছন্দে রচিত

মোট লাইন = ৩২টি	স্তবক = ৮টি
আঠারো বছর = ৭ বার	আঠারো বছর বয়স = ৪ বার

আঠারো = ৯ বার
বছর = ৭ বার
বয়স = ১৯ বার
এ বয়স = ১২ বার
আঠারোর = ১ বার
প্রতি স্তবকে ৪টি করে লাইন আছে।

❖ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯

ছন্দ : গদ্যছন্দ
মোট লাইন = ২৮টি
যতি চিহ্ন = ৩৪টি।

এই কবিতায় কোন শব্দ কতবার ব্যবহার হয়েছে নিম্নে উল্লেখ করা হলো–

২ বার = বরকত, কৃষ্ণচূড়া
৩ বার = ফুল (রক্তজবা)
৪ বার = সালাম।

❖ আমি কিংবদন্তির কথা বলছি

ছন্দ : গদ্যছন্দ
মোট লাইন : ৬৮টি

এই কবিতায় কোন শব্দ কতবার ব্যবহার হয়েছে নিম্নে উল্লেখ করা হলো–

২ বার কিংবদন্তি
১৭ বার = কবিতা
২ বার = ক্রীতদাস, আমি কিংবদন্তির কথা বলছি
৩ বার = রক্তজবা
৯ বার = যে কবিতা শুনতে জানেনা
৩ বার = আমি আমার পূর্বপুরুষের কথা বলছি।

বহির্ভূত পাঠসূচি

❖ বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ

ছন্দ : অমিল প্রবহমান অক্ষরবৃত্ত
মোট লাইন = ৭২টি
প্রতি চরণে পর্ব = ২টি
১ম পর্বে ৮ মাত্রা, ২য় পর্বে ৬ মাত্রা

এই কবিতায় কোন শব্দ কতবার ব্যবহার হয়েছে নিম্নে উল্লেখ করা হলো–

১ বার = বিভীষণ, সতী
২ বার = লক্ষণ, লঙ্কা, রাবণ
৩ বার = কে
৪ বার = কি, আমি
৫ বার = তাত
১১ বার = এ।

❖ সুচেতনা

সুচেতনা = ২ বার
মোট যতি চিহ্নের সংখ্যা = ৩১টি।

❖ নূরলদীনের কথা মনে পড়ে যায়

ছন্দ : গদ্যছন্দ
মোট লাইন = ৪২টি
বিরাম চিহ্ন = ৪৭টি
পাখি = শকুন
সাল = ১১৮৯
স্থান = রংপুর
নদী = ব্রহ্মপুত্র

এই কবিতায় কোন শব্দ কতবার ব্যবহার হয়েছে নিম্নে উল্লেখ করা হলো–

২ বার = চাঁদ
৩ বার = পূর্ণিমা, নীল
৬ বার = নূরলদীনের কথা মনে পড়ে যায়
১২ বার = নূরলদীন।

❖ ছবি

ছবি = ৭ বার
মুদ্রার নাম = ৩টি
শিল্পীর নাম = ১ জন
ছবির মতো = ৪ বার।

COMRADE Academic and Admission Care